International Parkinson and Movement Disorder Society

প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পালসিঃ রোগীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাবলি

পারকিনসনিজম কি? এটিপিক্যাল (Atypical) পারকিনসনিজম কি? পারকিনসন প্লাস কি?

পারকিনসনিজম এ নিম্নলিখিত মোটর বৈশিষ্ট্য সমূহ (motor features) পাওয়া যায়ঃ

- ঝাঁকুনি/কম্পন
- মাংশপেশীর শক্ততা (Rigidity)
- ধীরগতি (Bradykinesia)
- পা ঘষে ঘষে (Shuffling), ধীরগতির হাঁটা

পারকিনসনিজম এর সবচেয়ে পরিচিত ধরন হল পারকিনসন্স রোগ। পারকিনসনিজমের বৈশিষ্ট্যের সাথে আরও কিছু লক্ষণ যেমন: রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় পড়ে যাওয়া, লিভোডোপা ঔষধে উন্নতি না হওয়া, দ্রুত জ্ঞান শক্তি কমে যাওয়া, রক্তচাপ/মলত্যাগ/মূত্রত্যাগের মত শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি ব্যহত হলে তাকে এটিপিক্যাল পারকিনসনিজম বা পারকিনসন প্লাস বলা হয়।

প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পালসি হলো সবচেয়ে পরিচিত এটিপিক্যাল পারকিনসনিজম, কিন্তু পারকিনসন রোগের তুলনায় মাত্র এক দশমাংশ ব্যক্তি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

পি.এস. পি (PSP) এর গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ কি?

পি.এস.পি যা স্টিলী-রিচার্ডসন-ওলজেওসকি (Steele-Richardson-Olozeswki) সিনড্রম নামেও পরিচিত, তাতে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই সমান ভাবে আক্রান্ত হয়। গড়পড়তা ষাট দশকের প্রারম্ভে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

- পি এস পি রোগের প্রারম্ভিক অবস্থাতে হাঁটা, ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা হয় এবং রোগী দৈনিক অনেকবার পেছন দিকে পড়ে যায়। তারা হাঁটার সময় একপাশে ঝুঁকে টলে পড়ার উপক্রম হয় এবং দ্রুত সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে হাঁটার সময় মনে হয় পা মাটিতে আঠা দিয়ে আটকানো রয়েছে, ফলে চলাচলে সমস্যা হয়।
- রোগী চোখ নড়াচড়া করতে বিশেষ করে নিচের দিকে তাকাতে সমস্যাবোধ করে। এর ফলে পড়তে সমস্যা হয় এবং রোগী চোখে এক জিনিসকে দুটি দেখে। তাদের কখনো কখনো চোখের পাতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে নড়াচড়া করে অথবা চোখের পাতা খুলতে বা বন্ধ করতে অসুবিধা হয়।
- ধীর গতির কারণে প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্মের গতি কমে যায়।
- রোগী মাংশ পেশীর বিশেষত ঘাড়ের মাংশের অস্বাভাবিক দৃঢ়তা অনুভব করতে পারে।
- রোগী ভ্রূযুগল কুচকে, কপাল ভ্রুকুটি করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।
- রোগীর কণ্ঠস্বর কর্কশ, অস্পষ্ঠ, গোঙ্গানোর মত হতে পারে এবং ঢোক গিলতে সমস্যা হতে পারে।
- প্রেরণা হারানো, আত্মনিয়ন্ত্রণ লোপ, আবেগের ছন্দপতন (সিউডোবালবার পক্ষাঘাত) এবং স্মৃতিভংশসহ রোগীর জ্ঞানগত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রোগী ভেদে অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে হাঁটার সময় জমে যাওয়া এবং ধীরগতি মূল সমস্যা হতে পারে। অন্য ক্ষেত্রে শুরুতে কম্পন এবং পারকিনসন্স রোগের মত লক্ষণসমূহ থাকতে পারে।

কিভাবে এটা নির্ণয় করা হয়?

পি.এস.পি (PSP) মূলত রোগের ইতিহাস ও স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ণিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় একে পারকিনসন রোগের মত মনে হয় এবং রোগ নির্ণয় করা দুষ্কর হয়। এই রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্ত বা অন্য কোন পরীক্ষা নেই, তবে কিছু ক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসক এম .আর.আই. পরীক্ষায় মস্তিস্কের অগ্রমস্তিষ্ক ও মধ্যমস্থিস্কে শুকিয়ে যাওয়ার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। একমাত্র মৃত্যুর পর ময়না তদন্ত করে মস্তিস্কের কলা পরীক্ষার মাধ্যমে পি.এস.পি সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায়।

রোগের কারণ কি ?

পি এস পি রোগের কারণ অজানা। 'টাউ' (Tau) আমিষ যার সাথে পি এস পির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যেটা মস্তিস্কের সবধরনের কোষে জমা হয় এবং মৃত্যুর পর মস্তিস্কের অটোপসিতে পাওয়া যায়। এটা অস্বাভাবিক জমা হওয়ার কারণ অজানা। পি.এস.পি কে বংশগত রোগ মনে করা হয় না। পি.এস.পি এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়ায় না এবং পরিবেশের কোন উপাদানের সাথে সুস্পষ্ট সংশ্লিষ্টতা নেই ।

এর চিকিৎসা আছে কি ?

পি এস পি রোগের কোন চিকিৎসা নেই, এমনকি এই রোগের অগ্রগতি ঠেকানো বা ব্যহত করার কোন উপায় নেই। রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় পারকিনসন রোগের কিছু ঔষধ যেমন লিভোডোপা (Levodopa) রোগ লক্ষণ কমাতে সহায়তা করতে পারে। যাহোক, পি.এস.পি রোগ যত মারাত্মক হয়, ঔষধ তত অকার্যকর হয়। চিন্তা শক্তির সমস্যা ও সৃতিভ্রম রোগীদের ক্ষেত্রে সৃতিভ্রংশ এবং অ্যালঝেইমার রোগের ঔষধ কাজে আসতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে 'বটুলিনাম টক্সিন' কার্যকর হতে পারে। কিছু ঔষধ অনিয়ন্ত্রিত আবেগ প্রকাশ, যেমন অনিয়ন্ত্রিত কান্না বা হাসার ক্ষেত্রে কার্যকর। বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তার জন্য দুশ্চিন্তারোধী ঔষধ সহায়ক।

স্পীচ থেরাপিষ্ট কথা বলা ও ঢোক গিলার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে, যা পুষ্টি হীনতা ও বুকে সংক্রমনের কারণ হতে পারে। কথা বলা কি-বোর্ড সম্পন্ন কম্পিউটার আপনার পক্ষ হয়ে কথা বলতে পারে।

পেশাগত (Occupational therapy) চিকিৎসা আপনাকে দৈনিক জীবন অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবে। হাঁটা ও ভারসাম্য রক্ষায় শারীরিক চিকিৎসা (Physical therapy) আপনাকে সহায়তা দেবে। কিছু প্রিজম লেন্স সমৃদ্ধ চশমা আপনার দৃষ্টি সহায়ক হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে রোগের অগ্রগতির সাথে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন হতে পারে।

MDSB MOVEMENT DISORDER SOCIETY OF BANGLADESH
মূলঃ ইন্টারন্যাশনাল পারকিনসন এন্ড মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি
বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনায়ঃ মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ